নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৭, পৃ: ৩৭-৪৮
© ২০০২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বব্যাংকের নলেজ ব্যাংক প্রকল্পঃ বৈদেশিক সাহায্যের নয়া ধরণ[১]

রাশেদা আখ্তার*

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাংক 'উন্নয়নের জন্য জ্ঞান' কিংবা বৈশ্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে 'জ্ঞান ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে কাজ করছে। এর কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে- সাহায্য সংস্থা গুলো তাদের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে একটি জ্ঞানের সাম্রাজ্য বা আধার তৈরী করবে- যেখানে বিভিন্ন দেশের 'স্থানীয় জ্ঞানকে' একত্রিত করে 'জ্ঞানের ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এর থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জ্ঞানের এজেন্ডা একটি নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির সাথে কতটুকু সম্পর্কিত এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথেই বা কিভাবে সংশ্লিষ্ট হবে ?

উপরোক্ত প্রশ্নকে সামনে রেখে এ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হচ্ছেঃ বিশ্বব্যাপী 'স্থানীয় জ্ঞানকে' একত্রিত করে বিশ্বব্যাংক-তার তথ্যভিত্তিক ব্যাংকের মাধ্যমে যে 'জ্ঞান ব্যাংক' সৃষ্টি করছে তা কে নিয়ন্ত্রন করবে এবং ঐ তথ্যের মালিকানা কার হাতে থাকবে ? কেননা, জ্ঞান হচ্ছে মূলতঃ সামাজিক উৎপাদন। ফলে ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানের ব্যাংক তৈরী করতে পারে কিনা ? এ ধরনের প্রশ্ন বিশ্বব্যাংকের জ্ঞান প্রকল্প আলোচনায় স্বভাবতঃই চলে আসে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত জ্ঞান ব্যাংকের ধারণাকে মূল্যায়ন করা এবং তার ভবিষ্যত বাস্তবায়নের স্বরুপ উন্মোচন করাও এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

ভূমিকা ও উপসংহার বাদ দিয়ে প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রবন্ধের প্রথম অংশে 'উন্নয়নের জন্য জ্ঞান', জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যই হচ্ছে উন্নয়ন- বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের ব্যাখ্যাগুলোকে তুলে ধরা হবে। দ্বিতীয় অংশে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিভাবে ডাটার ভিত্তি (data base) তৈরী হবে এবং উন্নয়ন জ্ঞান তথ্য আকারে কিভাবে বিশ্বব্যাপী সঞ্চারিত হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তৃতীয় অংশে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কি এক তরফা ভাবে বিশ্বব্যাংকের- নাকি এর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির অংশীদারীত্ব থাকবে- এ সম্পর্কে

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আলোচনা করা হবে। অন্যকথায় জ্ঞানের ক্ষমতা এবং বৈধতার বিষয়টি এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১. 'উন্নয়নের জন্য জ্ঞান' ও বিশ্বব্যাংক

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানব্যাংকের ধারণার সূত্রপাত হয় (Wolfensohn, 1996:1)। এটা মূলতঃ ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার সাথে নিবিড়ভাবে সর্ম্পকিত। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাংকের মধ্যে এবং ব্যাংকের বাইরে বৈশ্বিক জ্ঞানকে গতিশীল করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নতুন ভূমিকা হবে- ব্যাংক নিজে জ্ঞানের সংরক্ষনাগার তৈরী করবে এবং বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের মধ্যস্থতা করবে (World Bank,1996:6)।

এ ধরণের নতুন ঘোষনার পর আর্ন্তজাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধারার সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খাত এর ভূমিকা ত্বরিৎ গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সরকারী ঋণদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। যদিও গত দুই দশক ধরে উপর-নীচ (top-down) উন্নয়ন মডেলের সমালোচনা করেই এ ধরণের কৌশলগুলো আসে। ব্যাংক মূলতঃ 'উন্নয়নে অর্থায়ন' (financing for development) এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সামাজিক উন্নয়নের উপর যেমনি জোর দিচ্ছে (ef. Francis and Jacobs 1999; Cerna 1995)। তেমনি অতি সম্প্রতি ব্যাংক 'উন্নয়নের জ্ঞান' এর উপর জোর দিচ্ছে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে যে, বিশ্বব্যাংক জ্ঞানকে কিভাবে ধারণ (conceive) করবে? এবং ব্যাংকের জ্ঞানের এজেন্ডার মধ্যে কি জ্ঞানতত্ব (epistemology) থাকবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুখবন্ধ কি হবে? ১৯৯৮-৯৯ সালের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টের শিরোনামে বলা হয় 'Knowledge for development' যা প্রারম্ভিকতার জন্য একটি উদ্দীপক দিক। এর থেকে অনুমান করা হয় সে 'দক্ষিনের' দেশগুলোর চেয়ে 'উত্তরের' দেশ গুলোর জ্ঞানের পর্যায় (level) ভিন্ন। ফলে ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'উন্নয়ন' এর ক্ষেত্রে জ্ঞানের ব্যবধানকে কমিয়ে নিয়ে আসা। এতদুদ্দেশ্যে জ্ঞান ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক 'স্থানিক জ্ঞান' এবং নীতিকে স্থানান্তর করার সুযোগ সুবিধাগুলো অনুসন্ধান করা শুরু করবে (World Bank 1998:2)। দরিদ্র দেশগুলোকে ব্যাংক উপদেশ দিতে চায় যে, মুক্ত বাণিজ্যিক শাসন এবং বিদেশী অনুদানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা এবং এর পাশাপাশি 'দেশজ'/ 'স্থানিক জ্ঞানকে' তৈরী করা- তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কিভাবে এই কর্তব্য পালন করা যায় তা বোঝার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের জ্ঞান এজেন্ডার বিষয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন এবং তা নিম্নে আলোচিত হলো।

২. বিশ্বব্যাংকের জ্ঞান ব্যবস্থাপনার এজেন্ডা

প্রথমতঃ বিশ্বব্যাংকের বাসনা হচ্ছে, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রথমেই একটি বন্দর তৈরি করা। যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, ব্যাংকের জ্ঞান ব্যবস্থাপণার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থঃ অংশীদারীত্বের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক জ্ঞানের জাল তৈরী করবে- যা একটি সাধারন দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে কাজ করবে। (World Bank: 1999b) অর্থাৎ তারা 'গবেষণা সাম্রাজ্য' তৈরী করবে- যা কিনা বিশ্বব্যাপী চর্চা করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান অর্থনীতিতে- তথ্য দাবী করে যে, দারিদ্র্য দূরীকরনের জন্য ভূমি, শ্রম, বা পূঁজির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে 'জ্ঞানের সমৃদ্ধি' (knowledge affluence)। সে জন্য তথ্যকে বিশ্বব্যাপী মজুত করা, ব্যবহার করা, প্রেরণ করার জন্য দ্রুত প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ বিশ্ব ব্যাংকের মতে, জ্ঞানের বিস্ফোরণে (বিশেষ করে বৈদ্যুতিক এবং কম্পিউটারের যোগাযোগের কারণে) বৈশ্বিক এবং জাতীয় পর্যায়ে তথ্য জ্ঞানের অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকের মতে, তথ্যের দিক থেকে যারা দূর্বল তারা সব দিক থেকে পিছিয়ে থাকবে- আর যারা তথ্যের দিক থেকে ধনী- তারা জাতি ,ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয়তা এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে পারবে (Samoff and Stromguist, 2001ঃ 633)।

চতুর্থতঃ বিশ্ব ব্যাংকের মতে প্রযুক্তি কখনও অধস্তনতা এবং শোষণ তৈরী করেনা- করে মানুষ। তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করা সম্ভব। ব্যাংক মনে করে, জ্ঞানের ভূমিকা, জ্ঞান সৃষ্টি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংক জ্ঞানের উপাত্তগুলো ব্যবহার করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিবিষয়ক সাহায্য সংস্থা তৈরী করবে। এ প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে ব্যাংক ২০০০-২০০১ এ ব্যাপক বহিঃস্থ ওয়েবসাইট (extensive external website) শুরু করে এবং এক্ষেত্রে প্রথম ৩ বৎসর তাদের প্রাথমিক বাজেট হচ্ছে Us $ 69.6 মিলিয়ন (প্রাগুক্তঃ ৬৩৩)।

পঞ্চমতঃ বিশ্ব ব্যাংকের মতে, 'উন্নয়নের জন্য জ্ঞান' হচ্ছে একটি ক্রিটিক্যাল বিষয়- কারন, মানুষের সব কিছুই নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশের জন্য জ্ঞান নেতৃত্ব দিতে পারে- যা আবার জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য তৈরী করে।[২]

ষষ্টতঃ বিশ্বব্যাংক মূলতঃ অনুদান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তথ্য কে সরবরাহ করবে। তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে তথ্য যুগে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং উপদেশভিত্তিক সার্ভিস তার অনুদানের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে।[৩]

উপরোক্ত ছয়টি উদ্দেশ্যকে পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের জ্ঞান ব্যবস্থাপণার সংগঠনের মধ্যে দুটো প্রধান বিষয় রয়েছেঃ

(১) তথ্যের প্রবাহকে উন্নত করা। শুধু তাই নয়- এর সাথে সাথে এটাকে সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করা এবং বিশেষভাবে 'বাধাপ্রাপ্ত' এবং 'থেমে থাকা জ্ঞানের' গতিকে সঞ্চারিত করা।

(২) যতটুকু সম্ভব মানুষের জন্য তথ্যের সুবিধা তৈরী করে পারস্পরিক বৈষম্য কমিয়ে আনা।

বিশ্ব ব্যাংকের এজেন্ডার আরও অনুমান করা হয় যে, 'ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের' ক্রিয়া হতে বাজারকে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। 'ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের' কারণে দরিদ্ররা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এভাবে বেশীরভাগ রির্পোটেই দেখা যায় যে, তথ্যের সমস্যা প্রসঙ্গে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোর কথাই চলে আসে (Website:october 1, 1996)। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্নমূখী প্রকৃতির কারণের সাথে সাথে জ্ঞানের যে সমাজ রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি বাস্তব ভিত্তিক সম্পর্ক রয়েছে -তা বিশ্বব্যাংকের ' জ্ঞান ব্যাংক' এজেন্ডায় দেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ- লক্ষ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়- কারণ, তাদের পিতামাতা জানেনা কিভাবে তাদেরকে চিকিৎসা করাতে হবে কিংবা বাঁচাতে হবে (World Bank 1998:1)। কিন্তু দেখা যায় যে, বাস্তবিকভাবে ডায়রিয়া হাত থেকে হাতে ছড়ায় এবং এর সাথে সাথে আরও উপাদান কাজ করে- যেমনঃ অপুষ্টি, দারিদ্র্য, স্যানিটেশন, অতিরিক্ত জনসংখ্যা- যা সম্পূর্ণভাবে রিপোর্টে উপেক্ষা করা হয়েছে (Mehta 1999; Werner and Sanders 1997)।

'ত্রুটিপূর্ণ' তথ্যের ধারণায় এই রিপোর্টে যা উপস্থাপন করা হয়- দেখা যায় যে, সেখানে জ্ঞান একটি বায়বীয় বিষয়। তথ্যের তাত্ত্বিক প্রবণতা রাজনীতি ও অর্থনীতি বিযুক্ত। জ্ঞানকে কিভাবে সীমিত বা সংকীর্ণ পরিসরে উপস্হাপন করা হয়েছে তা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিশ্ব ব্যাংকের জ্ঞানের এজেন্ডার ভিত্তিতে আলোচনা করা হলো।

২.১ জ্ঞান হচ্ছে আলো

জ্ঞান কান্ডে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের কথা বলা হয়। যেমনঃ বিজ্ঞান পর্যালোচনা (Latour 1995); নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব (Harding 1996); জ্ঞানের সমাজ বিজ্ঞান (Berger and Luckmann 1967); উন্নয়নের নৃবিজ্ঞান (Hobart 1993) এবং 'স্থানিক'/ 'দেশজ জ্ঞান' (Apfel-Marglin and Marglin 1990; Scoones and Thompson 1994)। গবেষণা কর্মগুলো থেকে 'জ্ঞান' এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এসব লেখা লেখিতে বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয় যে- কিভাবে

জ্ঞানের একটি 'অবস্থানগত' (situated) বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে এটা প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্কৃতি এবং চর্চার মাধ্যমে একটি আকার লাভ করে এবং সামাজিকভাবে নির্মিত হয়। এই জ্ঞানকান্ডগুলোতে- জ্ঞানের ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার একটি বহুবিধ এবং ঘটনাচক্রগত (contingent) বিষয় রয়েছে। বিপরীতে বিশ্বব্যাংকের জ্ঞান ধারণায়ন হলোঃ

'জ্ঞান হচ্ছে আলোর মত, ওজনহীন এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এটা সহজেই পৃথিবী ভ্রমন করতে পারে এবং আলোকবর্তিকা যা পৃথিবীর সর্বত্র বসবাস করতে পারে। দরিদ্র দেশের কোটি কোটি মানুষ অপ্রয়োজনে দারিদ্র্যের অন্ধকারে বসবাস করে এবং দরিদ্র জনগন শুধুমাত্র ধনী থেকে পৃথক তা নয়- এছাড়াও রয়েছে কম পুঁজি। ফলে কারণ হিসেবে তাদের জ্ঞান কম। জ্ঞান দাম দিয়ে সৃষ্টি করতে হয়-তাই শিল্প ভিত্তিক দেশগুলোই তা বেশী সৃষ্টি করতে পারে' (World Bank 1998:1)।

উপরোক্ত বক্তব্যে জ্ঞানের একটি স্তম্ভ নির্মাণ সংক্রান্ত বিশ্বাস ক্রিয়াশীল। এটা সচরাচর সৃষ্টি ও বিকাশ লাভ করে শহর কেন্দ্রিকভাবে এবং শিল্পায়িত বিশ্বে। দরিদ্ররা এর আলোতে বসবাস করে। এতে মনে হয় যে, দরিদ্র জনগনের জন্য এই আলোকবর্তিকা জরুরী প্রয়োজন- যা ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমন করে। আমরা মূলতঃ এখানে উন্নয়ন ডিসকোর্সের ছায়া দেখতে পাই এবং উপর-নীচ উন্নয়ন হস্তক্ষেপ এর বাগাড়াম্বর লক্ষ্য করি। তবে এটা বলা যায় না যে- শিক্ষণ-প্রক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিনিময় এ দুই-ই ব্যাংকের বিষয়। বাস্তবতঃ রিপোর্টে বলা হয় যে, শিল্পায়িত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে জ্ঞানের দুই ধরণের ধারা ক্রিয়াশীল। ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হচ্ছে, 'দরিদ্র জনগন তাদের জীবন ও বাস্তবতা সর্ম্পকে জানে' (প্রাগুক্তঃ ১১৭-১১৯)। এগুলোর আলোকে বলা যায় যে- দরিদ্র্যকে স্বর দাও এবং দরিদ্রকে শিখো। কিন্তু 'উন্ন.য়নের জন্য জ্ঞান' - মনে করে দরিদ্রদের কিছু 'সীমাবদ্ধতা' রয়েছে। যেমনঃ বৈধ আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে দরিদ্র্যের জীবন যাত্রার একটি নতুন দিক। ধারণা করা হয় যে, দরিদ্র জনগনের জ্ঞান নিম্নমানের এবং এ জ্ঞান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, যা বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ ব্যাংক বরাবরই বলতে চাচ্ছে যে, ধনী-দরিদ্রের জ্ঞানের লেবেলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞান ব্যবস্থার মধ্যে binary opposition তৈরী হয় (Agrawal; 1995; Harding 1996; Ahmed, 1995)।

২.২ জ্ঞান ও ক্ষমতা

ব্যাংকের উদ্ভাবিত জ্ঞান হচ্ছে বাধাহীন এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী (World Bank 1998:16)। উদাহরণ হিসেবে রিপোর্টে বলা হয়- কোন জ্ঞান যখন জনগনের কাছে প্রকাশ পায়- তখন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই জ্ঞানের দ্বার উম্মুক্ত হয় (ibid)। কিন্তু জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ক্ষমতার অসম সম্পর্ককে আড়াল করে রাখতে

চায়। কেননা অন্যান্য সম্পদের নিয়ন্ত্রণের চেয়ে নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান খুব কমই আত্মনির্ভর- কারণ যেখানে বাধাহীন এবং -অপ্রতিদ্বন্দ্বী মূলক অবস্থা জ্ঞানের জন্য খুবই কঠিন। বলা বাহুল্য জ্ঞান একহাত থেকে আরেক হাতে যাওয়ার সহজ ব্যবস্থা তৈরী হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শিক্ষার অসমতা, ওয়েবসাইট, বই এবং ইংরেজী ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য সংগৃহীত জ্ঞান হতে সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বাইরে রাখবে। [৪]

প্রশ্ন হচ্ছে যে, 'উন্নয়নের জন্য জ্ঞান' কি ধরণের হবে? কে তার ব্যবস্থাপণার দায়িত্বে থাকবে? কিংবা এই জ্ঞানের মালিকানা কার হবে? জ্ঞান ব্যাংক হিসেবে বিশ্বব্যাংক দৃঢ়ভাবে দাবী করে যে -উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের মালিকানা তাদের। মূলতঃ বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের ধারণার চেয়ে বরং বিশ্বব্যাংকে জ্ঞান সাম্রাজ্যের আধিপত্যের উপরই বেশী জোর দিচ্ছে। যেখানে বলা হয় দক্ষিণাঞ্চলীয় actor রা কম ক্ষমতাশালী। ক্ষমতা এবং আধিপত্যের ডিসকোর্স এর অনুঘটক হচ্ছে ওয়াশিংটন ভিত্তিক জ্ঞান এবং উন্নয়ন। কারন, হিসেবে বলা হয় যে- ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণাত্বক এবং উন্নয়নের জন্য জ্ঞান হচ্ছে এক তরফাভাবে গঠিত- যেখানে নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুপস্থিত। জ্ঞান জগতের সম্পত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানের পণ্যায়ন তৈরী করা এবং বৈশ্বিক এজেন্সী/করর্পোরেশনগুলো দরিদ্র জনগনের প্রাকৃতিক সম্পদ জ্ঞান-ব্যবস্থা এবং জীবন যাত্রার উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ রাখার অধিকার পাবে। অর্থাৎ এখানে মূলতঃ জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতির প্রশ্নই চলে আসে।[৫] ফলে বিশ্ব ব্যাংকের জ্ঞান এবং তথ্যের মধ্যকার পার্থক্য পরিস্কার হওয়া জরুরী। জ্ঞান সর্বদাই ঘটনাচক্রগত এবং প্রেক্ষাপটভিত্তিক- যেখানে তথ্যের সাথে পার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি নিম্মে আলোচনা করা হলো।

২.৩ উপাত্ত ভিত্তিক উন্নয়ন জ্ঞান

বিশ্বব্যাংকের মতে, তথ্যের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উন্নয়ন ভিত্তিক জ্ঞানের উপাত্ত কিভাবে সংরক্ষন ও ব্যবহার করা হবে- তা কতক সমস্যার সৃষ্টি করবে।

প্রথমতঃ বলা হয়, যে 'উত্তরের' তথ্য ক্রমশঃ কেন্দ্রীভুত হয় - যেখানে 'দক্ষিণের' তথ্য হচ্ছে পরিশোধিত, পরিমার্জিত এবং যা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের সাথে যুক্ত করতে 'উত্তরের' অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়তঃ 'দক্ষিণের' তথ্য দোভাষীর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়- ফলে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান সংগ্রহকারীরা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাদের কর্তৃত্ব অদৃশ্য থাকে। ফলে 'দেশজ', 'সনাতনী' এবং 'বিশুদ্ধ' তথ্য কতটুকু পাওয়া সম্ভব?

তৃতীয়তঃ বৈশ্বিক ক্ষমতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক প্রধান দায়িত্ব পালন করে। যেখানে বিশ্ব অর্থনীতি বিশেষ করে দরিদ্র দেশে সংস্থা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাংক বৈশ্বিক ভূমিকায় জ্ঞানের উন্নয়ন, অনুপ্রবেশ এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতে ক্রিয়াশীল-

যা উন্নয়ন ভূমিকায় উপদেশমূলক সার্ভিস এবং জ্ঞানের প্রশাসক হিসেবে কাজ করবে। (Samoff and Stromguist, 2001: 639-640)

মুলতঃ বিশ্বব্যাংক দরিদ্র দেশগুলোতে খুব ক্ষমতাবান এবং আধিপত্যশীল। আর যা বিশ্বব্যাংক- অর্থ সাহায্য, তথ্য নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্যশীল জ্ঞান, জ্ঞানের একচেটিয়া প্রয়োগ করে থাকে-যা তারা তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও সহজেই করার চেষ্টা চালাচ্ছে যেমনঃ ইনটারনেটের মাধ্যমে।

৩. জ্ঞান ব্যবস্থাপণা পদ্ধতিঃ জনগনের নীতিমালার উন্নয়ন?

উপাত্তভিত্তিক শিক্ষা জ্ঞানের সৃষ্টি হয় মূলতঃ অনুদানভিত্তিক এবং প্রযুক্তিগত সুবিধাদির মধ্য দিয়ে। এবং তারা দাবী করে যে- তাদের এ ধরণের প্রকল্প ব্যবহার করা হবে জনগনের নীতির উন্নতির জন্য। জ্ঞান ব্যবস্থাপণা সাহিত্যে জ্ঞান ব্যবস্থাপণা পদ্ধতি তথ্যের চেয়ে জ্ঞানকে বেশী জোর দেয়- যা জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়। বিশ্বব্যাংকের (১৯৯৯) ব্যাখ্যা মতে,

> 'দরিদ্র দেশও দরিদ্র জনগোষ্ঠী ধনী থেকে ভিন্ন। শুধু তাই নয় তাদের পুঁজি কম কিন্তু এর কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞানও কম।'(ibid:1)'
>
> 'বাস্তবিকভাবে জ্ঞানের ব্যবধান হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতার ব্যবধানের চেয়ে বেশী কিছু (ibid:2) এছাড়া ব্যাংক বৈশ্বিক এবং স্থানীয় জ্ঞানকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার জন্য বলা হয়'।
>
> 'উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যার খুব ক্ষুদ্র অংশ সরাসরি ইন্টারনেট এর সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। উন্নয়ন গোষ্ঠীর মধ্যে ইন্টারনেট পৌঁছানো হচ্ছে অর্থপূর্ণ এবং প্রবৃদ্ধিমূলক বিষয়। সিদ্ধান্তগ্রহনকারী এবং উন্নয়ন কর্মকর্তারা হচ্ছে মূলতঃ প্রবেশ- দ্বারের সম্পদ এবং সার্ভিস পাওয়ার প্রধান প্রার্থী'। (World Bank, 2001:13)

ব্যাংক একাডেমিকদের বক্তব্য হচ্ছে, অনেক বেশী পরিমাণ তথ্য সমাজকে উপকৃত করে। তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি তথ্য? কে তা অর্জন করবে? কি ভাবে অর্জন করবে? কি উদ্দেশ্যে করবে ? কে যোগাযোগ করবে? এবং কার মাধ্যমে করবে?

<u>প্রথমতঃ</u> জ্ঞান জনগন বিশ্লেষণ করবে এবং ব্যবহার করবে। এছাড়া, সময় ও প্রেক্ষাপট এর সাথে সাথে এর অর্থও পরিবর্তন হয় এবং অন্য অর্থ দাঁড়ায়। ফলে তথ্যের ক্ষেত্রে জ্ঞান বাছাই, জ্ঞান বিস্তারণে সমস্যা দেখা যায়।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> বিশ্বব্যাংকের এজেন্ডায় 'তথ্য' (information) ও 'জ্ঞানকে' (Knowledge) সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করে। এ দু'টি যে ভিন্ন বিষয় তা ব্যাংকের এজেন্ডায় স্পষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে- 'অসুস্থতা'

একটি তথ্য। কিন্তু এর তথ্যকে মানুষ একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে কিভাবে 'অসুস্থতাকে' নির্মাণ ও রূপান্তর করে তা বিবেচনা করা হয় না।

তৃতীয়তঃ জ্ঞান ব্যাবস্থাপণা প্রক্রিয়ায় জনগনের জ্ঞানকে তথ্যে পৌঁছানো সহজ কিন্তু তা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া খুব জটিল বিষয়। গবেষণা ভিত্তিক তথ্য সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবহৃত হয় না বরং অন্যভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বৈধ ও যুক্তিযুক্ত মনে করা হয় (Samoff and Stromquist, 2001:643) যেখানে তথ্য যোগাযোগভিত্তিক এবং ব্যবহৃত। তবে বিপ্রেক্ষিতায়ন (decontextualized) তথ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থতঃ তথ্যের ভূমিকায় নীতি তৈরীর ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের ক্ষমতা কাজ করে। নীতি নির্ধারক নীতি তৈরী করে এবং জনগন তা চর্চা করে- ফলে এখানে মূলতঃ নীতি নির্ধারকরা কর্তৃত্বের ভূমিকা, পালন করে।

দেখা যায় যে, ধনী দেশ, দাতা সংস্থা কিংবা নীতি নির্ধারকরা যে জ্ঞানের কথা বলছে তা মূলতঃ আধিপত্যশীল সমাজের জ্ঞান। এ জ্ঞানের আদলে সমগ্র বিশ্বের জনগন- তাদের 'তথ্য' কে নিজেদের মত করে চর্চা করতে পারেনা। আধিপত্যশীল শ্রেণী তথ্যের একচেটিয়া বাজার তৈরী করছে- যার মালিকানা, ক্ষমতা, এবং বৈধতা দেয়ার মালিক তারা নিজেরাই।

৪. ব্যাংকের জ্ঞানের ধারণার সাথে জ্ঞান ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব

বিশ্বব্যাংকের উপস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক নিজেই আত্মপ্রকাশ করে 'জ্ঞান ব্যাংক' হিসেবে। পরিস্কারভাবে বলা যায় যে- ব্যাংক- জ্ঞানের ভূমিকা, শিক্ষণ এবং তথ্যের বিষয়গুলোকে বিভিন্ন টার্গেট দর্শক তৈরী করে। এই দর্শক গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায়, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং উকিল, অন্যতম। জ্ঞান সৃষ্টি এবং তার বিস্তারণ কোন নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় নয় বরং তার মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব কাজ করে। ব্যাংক মূলতঃ নিজেকে জ্ঞানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখে। ব্যাংক জ্ঞানকে নিরপেক্ষ হিসেবে নির্মাণ করে এবং কিছু ক্ষেত্রে 'সত্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করে (Finnemore, 1997: 219)।

গবেষণার তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব সংস্কৃতির কতগুলো দিক রয়েছে- যেখানে জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান ব্যবহারকে একত্রিত করে (Rich 1994; Wade 1997 উদ্ধৃত Mehta 2001:194)। দেখা গেছে যে, বাস্তবায়নের পর্যায়ে ব্যাংক তার নিজস্ব গবেষক ও পরামর্শকদের প্রস্তাবনাই উপেক্ষা করে। এ প্রসঙ্গে ভারতের সরদার সরোবর বাঁধ প্রকল্পে ব্যাংক এর অবস্থানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে দেখা যায়, কিভাবে সঠিক 'জ্ঞান' উন্নয়নের কারণ প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত নয়। মোরস (Morse 1992) রির্পোটে দেখা যায়- তারা এই স্কিমের

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক ব্যর্থতা আবিস্কার করে। তারা দেখল যে, ব্যাংক তার নিজস্ব নির্দেশনায় পুনর্বাসন ও পরিবেশগত মূল্যায়নের বিষয়টি অবহেলা করেছিল। এর ফলে হাজার হাজার উপকূলীয় জেলে তাদের নিজস্ব জীবনধারন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলে। সেখানে বাঁধের ফলে জলাবদ্ধতা এবং লবনাক্ততা বেড়ে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং পানি বাহিত রোগ বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংকে 'অদ্ভূত' প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এলাকায় এ ধরণের সমস্যা তৈরী করে (Mehta, 2001:191)।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে ব্যাংকের জ্ঞানের ধারণায়নে আধিপত্যশীল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বিশ্বব্যাংকের 'জ্ঞান ব্যাংকের' ধারণায়-তৃতীয় বিশ্বে জ্ঞানের অবাধ গমন সম্ভব নয়। প্রশ্ন তোলা যায় যে, এক অঞ্চলের জ্ঞান অন্য অঞ্চলে প্রয়োগ সম্ভব কিনা ? বা হলে কিভাবে সম্ভব কিংবা পরিবর্তন করতে হলে কি ধরণের পরিবর্তন প্রয়োজন? প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশের আলোচনায় দেখা যায় যে, 'উন্নত' বিশ্বে গবেষণা করে প্রয়োগ করা যত সহজ কিন্তু 'অনুন্নত' বিশ্বের জন্য যথেষ্ট কঠিন।

জ্ঞান ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা বিশ্বব্যাংকের হাতে থাকায়- তারা যেভাবে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করতে পারবে- 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোর পক্ষে তা মোটেও সম্ভব নয়। বরং বিশ্বব্যাংক তার জ্ঞান ব্যাংকের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের বিশেষ করে 'অনুন্নত' বিশ্বের একান্ত নিজস্ব ও দেশজ জ্ঞানের মালিক হবে। 'অনুন্নত বিশ্ব না হবে তাদের জ্ঞানের মালিক, না পারবে তার যথেচ্ছ ব্যবহার। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের সংগৃহীত জ্ঞান ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা প্রয়োজন- তা কি 'অনুন্নত বিশ্বকে' নিঃস্বার্থভাবে দিবে? নাকি এ 'জ্ঞান সাম্রাজ্যের' এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সাহায্য সংস্থার নামে নতুন ধারায় উপনিবেশ তথা সামাজ্যবাদ চালু করবে ? বিশ্বব্যাংক মূলতঃ জ্ঞান ব্যাংকের নামে সকল জ্ঞানকে আদৌ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবে- নাকি তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের সাম্রাজ্য তৈরী করবে- যা মূলতঃ দরিদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং অসম ক্ষমতার প্রয়োগ করা হবে। সর্বোপরি বলা যায় যে, বিশ্বব্যাংক ধনী ও দরিদ্র্যের মধ্যে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলে মূলতঃ 'জ্ঞান সাম্রাজ্যই' তৈরী করতে চায়- যা নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া কর্তৃত্ব তাদের হাতেই থাকবে।

প্রবন্ধকারের টীকা

প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য বিভাগীয় সহকর্মী ও পি,এইচ, ডি তত্ত্বাবধায়ক ডঃ জহিরউদ্দিন আহমেদ এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া ইন্টারনেটের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য 'ডিউ' এর প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর আবুল খায়েরকে একান্তভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে প্রবন্ধের সকল প্রকার দূর্বলতা/সীমাবদ্ধতা একান্তভাবেই আমার।

টীকা

১. এ প্রবন্ধে 'বৈদেশিক সাহায্য' কেবলমাত্র বস্তুগত অর্থে না দেখে অবস্তুগত অর্থে দেখা হয়েছে। কারণ, 'উন্নত বিশ্ব' বর্তমানে 'অনুন্নত বিশ্বের' জ্ঞান সংগ্রহ করে বাণিজ্যিকীরণের যে কর্মসূচী নিয়েছে - তা পরবর্তীতে 'অনুন্নত বিশ্বই' নিজেদের জ্ঞান নিজেরাই অর্থমূল্য দিয়ে ব্যবহার করবে। সে অর্থে- 'জ্ঞান ব্যাংক' প্রকল্পকে বৈদেশিক সাহায্যের একটি ধরণ হিসেবে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২. বিশ্বব্যাংকের মতে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, দেশীয় দাতার বৃহত্তর উন্নয়ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে খুব শীঘ্রই বুঝার বিষয় আসছে যে, জ্ঞান উন্নয়নের মূল কেন্দ্রীয় জায়গা যেখানে জ্ঞান হচ্ছে উন্নয়ন। বিশ্বব্যাংক মূলতঃ অনুদান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তথ্যকে সরবরাহ করবে। তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে তথ্য যুগে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং উপদেশ ভিত্তিক সার্ভিস তার অনুদানের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে (দেখুন World Bank 1999:16,130)।

৩. বিশ্ব ব্যাংকের মতে জ্ঞানই হচ্ছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। Denning ৮ ধরণের উপাদানের এর কথা বলেন। যেমনঃ (ক) যোগাযোগের চর্চা প্রতিষ্ঠা করা (খ) বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞের জ্ঞান সংরক্ষণ এবং বিস্তারণের জন্য কম্পিউটার উপাত্তের উন্নয়ন প্রয়োজন। (গ) সাহায্যকারী ও উপদেশ দেয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। (ঘ) বিশেষজ্ঞদের ডাইরেক্টরী সৃষ্টি করা (ঙ) কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান শাখা সৃষ্টি করা (চ) বিশ্বব্যাংকের চিন্তাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে তথ্যের অনুপ্রবেশের সুযোগ তৈরী করা। (ছ) পেশাগত কথোপোকথন বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরী করা। (জ) বহিস্থঃ বিশ্বে সুযোগের উন্নয়ন ঘটানো এবং তা সরবরাহ করা। এমনকি বিশ্বব্যাংক এর সাথে সাথে দেশজজ্ঞানকে সংগ্রহ করে- তারা বিশ্ব ব্যাংকের জ্ঞানের ব্যবস্থাপনার মধ্যে তা একত্রিভূত (incorporate) করবে (Denning 1999:10, Website 1999, 08.05)।

৪. Foucault (1980) র মতে- ক্ষমতা জ্ঞানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুমান করে এবং আধিপত্যশীল ডিসকোর্স তৈরী করে।

৫. পরিস্কারভাবে বলা যায় Bill Gates এর ব্যাংক মডেল হচ্ছে নতুন জ্ঞান জগৎ। তবে এর মধ্যে সফটওয়্যার কোন জ্ঞান নয়- তা হচ্ছে তথ্য শিল্পায়নের একচেটিয়া ব্যবস্থা।

গ্রন্থপুঞ্জী

Agrawal, Arun, (1995) Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific Knowledge. Development and Change 26:413-439.

Ahmed, Zahir (1995) Agriculture and Development Discourse in Banlgadesh. Unpublished M.A. dissertation, Department of Social Anthropology AFRAS/CDE, University of Sussex; UK.

Cernea, Michael, (1995) Social Organization and Development Anthropology. Human Organization, 54:340-352.

Denning, Stephen (1999), 'What is Knowldege Management? Paper Prepared as background for World Bank. World Development Report 1998/1999; Knowledge for Development. Washington. Avaiblable at www. apqc. org/free/white papers/ index. htm (19999.08.05)

Finnemore, Martha (1997) Redefining Deveopment at the World Bank, In International Development and the social Sciences: Eassays on the History and Politics of Knowledge. Frederick Cooper and Randall Packard,eds PP. 203-224, Berkeley; University of California Press.

Foucault, Michel (1980) Power/Knowledge, Brighton: Harvester Press.

Francis, Paul and Susan Jacobs (1999) Institutionalizing Social Analysis at the World Bank. Environmental Impact Assessment Review 19:341-357.

Harding, Susan (19960, Gendered Ways of Knowing and the " Epistemological Crisis " of the West. In knowledge, Difference and power, Nancy Goldberger, jill Tarule, Blythe Clinchy and Mary Belenky, eds pp.431-455, New York, Basic Books.

Mehta, Lyla, (1999) From Darkness to Light? Critical Reflections on the World Development Report 1998-99, Journal of Development Studies 36:151-161.

Mehta, Lyla (2001) The World Bank and Its Emerging Knowledge Empire, Human

Organization, Vol. 60, No. 2 PP 189-196

Samoff, Joel and Stromquist, Nelly P. (2001), Managing Knowledge and Storing Wisdom? New Forms of Foreign Aid ? Development and Change, Vol .32; PP 631-656, Institute of Social Studies 2001, Published by Blackwell publishers. Oxford. U.K.

Werner, David and David Sanders (1997) Questioning the Solution: The Politics of primary health Care and Child survival, Palo Alto, Calif,: Healthrights.

World Bank (1995) Priorities and Strategies for Education, Washington, DC.The World Bank.

World Bank, (1996) 1996 Annual Meetings Speech by James D. Wolfensohn, President, The World Bank, URL (October 1, 1996), Available < http;// www. World bank. org/html/ extdr/ extme/jdwams 96. htm>

World Bank (1998) Knowledge for Development. World Development Report 1998/99,Washington, D.C. World Bank.

World Bank (1999) World Development Report 1998/1999: Knowledge for Development. Washington, DC.Oxford University press for the World Bank.

World Bank (1999b) Rural Communications Thematic Group update, Internal Bank memo e-mailed Collection

World Bank (2001) The Development Gateway Portal Draft Business Plan' (13 February), Washington, DC; The World Bank.

World Bank Annual Report 2001, Available http :// www. World bank. org / annual report / 2001/ africa. htm.